প্রথম প্রকাশ :
জুলাই, ১৯৫৯

প্রকাশক :
শিশির ভট্টাচার্য
অন্যদিন
৫৮/১২৮ লেক গার্ডেনস
কলিকতা-৪৫

প্রচ্ছদ :
বেণু মিশ্র

প্রচ্ছদ মুদ্রণে :
ইণ্ডিয়ান ফটো এনগ্রেভিং কোং প্রাঃ লিঃ
২৮, বেনিয়াটোলা লেন
কলিকাতা-৯

মুদ্রাকর :
হরিপদ পাত্র
সত্যনারায়ণ প্রেস
১ রমাপ্রসাদ রায় লেন
কলিকাতা ৬

সেজদা

৺যোগেশচন্দ্র সরকার

সেজ বৌদি

শ্রীযুক্তা সুশীলাবালা সরকার

শ্রদ্ধাভাজনেষু

এই কাব্যগ্রন্থ যখন যন্ত্রস্থ তখন সেজদা বেঁচে ছিলেন কিন্তু গ্রন্থ প্রকাশের আগেই তিনি অকালে বিদায় নিলেন। সেজদা নেই, কিন্তু সেজ বৌদি আছেন। উৎসর্গের পাতায় তাঁদের দু'জনকেই ধরে রাখলাম।

এই লেখকের অন্যান্য বই

কাছিম (গল্পগ্রন্থ)

পদাতিক (গল্পগ্রন্থ)

আমার দুঃখিনী বাংলা (সম্পাদিত)

ছোটদের সেরা গল্প (সম্পাদিত)

ভালবাসার কবিতা (সম্পাদিত)

জীবন সরকারের গল্প

সূচী

অন্য ঘরে লেনিন	৭
বাউল হৃদয়ে ঝড়	৮
এই আলোয় এই হাওয়ায়	৯
কেউ সাড়া দেয় না	১০
বন্ধ দরজা ভাঙতে	১১
এখন এখানে	১২
উৎসর্গ	১৩
ডাক শোনার জন্যই	১৪
লখিন্দর	১৫
বোধ	১৬
এসো, এই সময়	১৭
আমার স্বপ্ন	১৮
কোন নদীর কাছে	১৯
ঠাকুরমশাই একবার দেখুন	২০
আর্তি	২১
মুন্সী প্রেমচন্দ	২২
বাড়ীঘর পিছনে রেখে	২৩
গ্রাম বাংলায় বন্যা হলে	২৪
ফসিল	২৫
যে যায় সে যায়	২৬
কখনো আসেনি	২৭
সুখ সম্পর্কিত	২৮
স্বপ্ন	২৯
এই নিয়ে	৩০
রবীন্দ্রনাথের বাংলা	৩১

অশনি সংকেত ৩২
মেলা ৩৩
বুনো রোদ ৩৪
স্নানের ঘরে ৩৫
তোমার প্রতি ৩৬
ঘরে ফেরার জন্য ৩৭
জলসত্র ৩৮
জীবন সরকার ৩৯
তখন আমি পরাজিত সম্রাট ৪০
যাবার কথা ছিল ৪১
কলকতা ! আমার কলকতা ৪২
পরানডা করে আনচান ৪৩
কাছাকাছি ৪৪
কলকাতা ৪৫
ঠিকানা ৪৬
সুখ টুখ শব্দাবলি ৪৭
নেরুদার শেষ কবিতা থেকে নেওয়া ৪৮

অন্য ঘরে লেনিন

ওপারের ঘটনায়
এই পৌষের শীতে
অথর্ব দেহের গহ্বরে
দীর্ঘদিন পর আগুন খেলে
খেলে বেড়ায়
রক্ত টগবগ করে।
কোথায় কোদাল কোথায় লাঙল
এক্ষুনি এই সময়
অনাবাদী জমিতে চাষ করবো
বীজ ধান ছড়িয়ে দেবো
কেননা পুবের ঘরে
কমরেড বলছেন
ভাইজান,
আমি আছি।

বাউল হৃদয়ে ঝড়

যন্ত্রণার অমোঘ প্রহারে
এক থেকে অন্য কোন স্থানে
তাড়িত জন্তুর মত ছুটে বেড়িয়েছি।
খানাখন্দে কালভার্টে মিছেই গেল
জীবনের দীর্ঘতম সময়…
আমার বাউল হৃদয়
এখন
মিছিলে যেতে চায়।
দীপালী
অতীতের জন্য আজ দুঃখ নেই
তোমাকে আমি মাটি ও মানুষে
একাকার দেখি।
দীপালী
তোমাকে আমি সংগ্রামের স্তরে স্তরে
উত্তরণে পাশাপাশি রাখতে চাই।

এই আলোয় এই হাওয়ায়

এই আলোয় এই হাওয়ায়
সব-সময় প্রস্তুত থাকুন
আমরা যে রাস্তা দিয়ে চলেছি
তার নাম পলাশ   পলাশ
প্রেম-প্রীতি স্নেহ-মায়া-মমতা
ব্যাপারগুলি ছুঁড়ে ফেলে
প্রস্তাবিত ধূসর জমিনে
                লাঙল চালান
চাতক পাখীর ডানায়
                বৃষ্টি নামবে
আর
চোখের জল, ঘামের জল
একাকার হয়ে ধান্য হবে।

কেউ সাড়া দেয় না

দুপুরে স্বপ্নময় ঘুঘুপাখি অকারণে ডেকে গেলে
কেউ সাড়া দেয় না ;

কোন চিতল ভালোবাসা কিংবা অশোকবনের
সোনার হরিণ মায়া
অতল গভীরে যার সঞ্চয়,   ডুবুরী তুমিও জান না
যেমন ধানক্ষেতের ঢেউ ভাঙলে ঠাণ্ডা হাওয়া
ফুলোনো শীষের মাথায় এলোপাথালি চলে যায়
শস্য তার নষ্ট বুক নিয়ে বেঁচে থাকে

পরিণাম ভাবে না কেউ। সীমিত জীবনের ক্রীতদাস
নাকি আমরা সবাই
ইতিহাস শুধু সংখ্যাতত্ত্ব লিখে রাখে

অলিখন থাকে বড়ো গোপনতম দুঃখের ভাগ
যা নাকি মনের আগুনে জ্বলে চোখের আগুনে পোড়ে
কেউ সাড়া দেয় না।

বন্ধ দরজা ভাঙতে

ধুঁয়াশা শহরের বন্ধ দরজা ভাঙতে ক্রমশ দেরী হয়ে যাচ্ছে

চারপাশে রক্তের ঢল বহুধা বিভক্ত
বস্তুত আমি তুমি আপনারা সকলেই খুঁজছি

একই সমুদ্র।
ভ্লাদিমির ইলিচ্ লেনিন,
উতাল-বাতাস-নাবাল জমি
পেরিয়ে যেতে আপনাকে বিশেষ প্রয়োজন।

ধুঁয়াশা শহরের বন্ধ দরজা ভাঙতে আমরা বদ্ধপরিকর।

এখন এখানে

এখন এখানে রাস্তায়
মেকঙ নদীর গর্জন
ঘূর্ণিত তরঙ্গের কল্লোলে
আর্যপুত্র নিখিলের পরম প্রত্যয়
কেননা
বিশ্বাসই মানুষের অর্ধেক জীবন
করমচার ঝোপে
কচুরীপানার দামে
অবিশ্রান্ত রক্তধারায়
বাংলার ছিন্নচরণে
আলোকিত ঘোড়সওয়ার

উৎসর্গ

সুবাতাস বইছে পূবে
আমার কপাট খোলা
এখনো এল না কেউ
পশ্চিমা পাহাড়ে মিঠে আলো
ক্রমে ক্রমে মিলিয়ে যাচ্ছে ছায়ায়
উত্তরে নিঃসঙ্গ কালাডান
মহিলার মত
সে কি চায়।
দক্ষিণে তিলফুলের বাগান
ওখানেই ভুখা মৌমাছি
সুতরাং
চৌকো কোণের মাঝখানে
তিনজানে যাওয়ার সময়
তোমাকেই দিতে হবে
নিনাজিপান।

ডাক শোনার জন্যই

পুবের ঘরে
দরজার মাঝখানে বসে আছেন
ভূমধ্যসাগরের মত হৃদয় নিয়ে
ত্রিকাল সাক্ষী
দেখা হলেই বলতেন
খোকা এলি
সমস্ত আকাশ জুড়ে নামত
বৃষ্টি।
এই ডাক শোনার জন্যই
কাজে যাই…ফিরে আসি
শুধু এই ডাক শোনার জন্যই।

লখিন্দর

কেউ নেই

কোথাও কেউ নেই
পাওয়া যাচ্ছে না কাউকেই
সব্বাই ভেসে গেছে সহসা ভাঁটায়।

বধ্যভূমিতে বেভুল বালক
হা-অন্নের দেশে জাগর রাত্রি কাটায়।

নদীর কি কোন ভিন্ন নাম আছে
চারপাশে বেহুলার কাছে
কিম্ভুত যমদূত নাচে
বেহুঁশ লখিন্দর লোহার খাঁচায়।

বোধ

দরোজায় কড়া নাড়ি
কেউ না কেউ দেবে সাড়া
খুঁজে নেবো পরম রতন।

পথ-পরিক্রমা শেষ নয়   এইখানে

বড় রাস্তা পেরিয়ে
খালের পাশ দিয়ে পথ চলে গেছে…
ওখানেই অনেক জমি
দিগন্ত জোড়া আকাশের দিকে তাকিয়ে
মাটির কাছেই নিবন্ধ
আমার চোখ।
ছায়া সুশীতল গ্রাম
লাঙল   জোয়াল
কাঁধে মেঠো চাষা
লাঙলের ফলায় কর্ষিত মাটি
উর্বর হলে বীজ ।
বৃষ্টির আলিঙ্গনে
জীবনের অনন্ত প্রত্যূষ।

এসো, এই সময়

এই ক্ষণে
রাস্তায় নয়
জমিতে গিয়ে জল সিঞ্চন
লাঙল ডুবিয়ে চাষ
মাটি সমানে হলে
বীজ ধান বপন
বৃষ্টির পর সেই মাঠ সবুজে সবুজ
সময় থাকতে সময় দিয়ে
আগাছা ফেললেই
অঘ্রাণের গন্ধ
এসো,
এই ক্ষণে, একসঙ্গে জমিতে যাই।

আমার স্বপ্ন

ঢাকাই জামদানী শাড়ি পরে মা বলেছিলেন
খোকা, মাটির দিকে তাকিয়ে কথা বলিস
হিজল গাছ ঘেরা পুকুরে
তখন আমি চাঁদ দেখেছিলুম
আজ উত্তর তিরিশে মা বলছেন
খোকা…অফিস ফেরৎ বাজার নিয়ে আসিস

এমন করে কেউ জেনেছে বালকবেলা
যেমন করে মা আমাকে শিখিয়েছিলেন
মাটির দিকে তাকিয়ে কথা বলা,
মা, তুমি শুক্লা পঞ্চমীর রাতে
আমার কপালে মাটির তিলক পরিয়ে দিয়েছিলে
সেই মাটি আমি এখন
সারা গায়ে মেখে নিয়েছি, অপেক্ষায় আছি
মানুষজন মাটি ছুঁয়ে আমার দাওয়ায়
একটু জিরোক
স্বপ্নের মতো এই কাপাস তুলো
এখন ভেসে বেড়াচ্ছে
এখন কেবল অফিস ফেরৎ মুঠো মুঠো
ক্লান্তি নিয়ে
স্বপ্ন খোঁজা চাঁদের
কিংবা মাটির।

কোন নদীর কাছে

পৃথিবীতে কত নদী আছে
যে কোন নদীর কাছে জানতে ইচ্ছে করে
জানতে ইচ্ছে করে নদীর পাড়ে কত বটগাছ আছে
কত ঘাট আছে
সব ঘাটে স্নান করতে যায় কাজল যমুনা
সেই বর্ষার যুবতীকে সকলেই ভালবাসে

নদীর কাছে তা বলা হয়নি
এই যমুনা তিলফুলের বনে দৌড়ায়
গাব গাছের নীচে বিশ্রাম করে
নদীর ঘাটে বসন খুলে দেয়
তখনি বাতাসের কোলে আশ্রয় নেয়
আমি তার কথা বলবার জন্য বাতাসকে অনুরোধ করি
সে অনুরোধ অন্য খাঁচায় চলে যায়
এই বিরাট পৃথিবীর কথাও তাকে বলা হয়নি
কোন ঘাটে গিয়ে বলবো
পদ্মার ঘাটে
মেঘনার ঘাটে
বলা যেতে পারে শীতলক্ষাও বড় নদী
কোন ঘাটে গিয়ে সব কথা বলা যায়
সেই কথাই ভাববার
কোন এক নদীর কাছে ভাবা যায়……

ঠাকুরমশাই একবার দেখুন

চারপাশে এই হাহাকার
অসামাজিক ঘটনাবলী
অহরহ আমার হৃদপিণ্ডে আঘাত দেয়।
জীবনযাপন ব্যাপারটা
একঘেঁয়েমির গোলক ধাঁধায় ঠাসা।
ট্রাম বাস, ঘরবাড়ী, পাঁচমাথার মোড়
মোদকের নেশা,   অসহায় বিস্তৃত ভূমি
সূর্যরাজার দাপট,
ঠাকুরমশাই একবার দেখুন
আপনার ফসল এই নিদাঘে, কিভাবে প্রশান্তি ছড়ায়

আর্তি

এইভাবে আমার পাখি উড়ে যাবে
অন্য গাছে
আমার গাছ শীত হেমন্তে বুড়িয়ে যাবে
চলে যাবে দূরে সওদাগরের নৌকা, রেলগাড়ি
ইচ্ছে ছিল একদিন নদীর মোহনায়
জলসত্র খুলে কাটিয়ে দেব সময়
হঠাৎ নদী স্তব্ধ হল এখানে
শেষ হল ধানকাটা
বুড়িয়ে গেল চিনি টুকরো আমগাছ
তবু সুজন মাঝি এল না কাছে।

মুন্সী প্রেমচন্দ

পাতা ঝরার
দিনগুলি চৈত্রের মাঠ
সেই সময়
বিবর্ণ শস্যের ক্ষেতে
তুমি বৃষ্টি।
বৃষ্টির পরে
সবুজ গাছগাছালি
রোদের আলো
সোনা ছড়িয়ে দীপ্তদিন।।

বাড়ীঘর পিছনে রেখে

এই ভাবেই হয়তো সবকিছু
শেষ হয়ে যাবে। আমি চলে
যাবো রাতের ট্রেন ধরে
অনেক দূরে।
বেগমপুর স্টেশন ছাড়লে
বউবাজার। বাড়ীঘর শস্যের
জমি পেছনে রেখে
রাতের ট্রেন ধরে
চলে যাবো বেগমপুর।

গ্রাম বাংলায় বন্যা হলে

গ্রাম বাংলায় বন্যা হলে—বালিশে মুখ লুকিয়ে
অনেক কেঁদেছি।
কিছুই করা গেল না,
বাসে পিঠে পিঠ লাগিয়ে
একসঙ্গে গেলেও জিজ্ঞেস করি না
সাকিন কোথায়? জিজ্ঞেস করি না
পিতামহের নাম।
আমরা ভুলে গেছি
বৃষ্টির মধ্যে লাঙল চালাতে
ক্ষেতের মধ্যে নিড়ান।
আমরা ভুলে গেছি
দুধের সর জমিয়ে জমিয়ে ঘি তৈরী করা
ভুলে গেছি তুষের আগুন
ভুলে গেছি বুকে বুক রাখতে
হাতে হাত।

ফসিল

ঘরে আলো নেই
চারপাশে গুমোট গোঙানির শব্দ
কিছুই ঠাহর করা যাচ্ছে না
হাজার বছরের অন্ধকার যেন
আমাদের ছোট্ট ঘরে।

মাগো—তুমি কোথায় ?
আলো জ্বালনি কেন ?
শূন্য ঘরেতে ঐ দেখা যায় খোলা আকাশ
সবকিছু বে-লাইন
তোমাকেও পাই না কাছে
তোমার কি হয়েছে—মা।
মাগো ! কথা বলো
আমি যে ক্ষুধার্ত।

ঘরে আলো নেই
চারপাশে গুমোট গোঙানির শব্দ।
কিছুই ঠাহর করা যাচ্ছে না।

যে যায় সে যায়

যে যায় সে যায়
দগ্ধ দুপুরে,
নারীর বুক একবিন্দু প্রেমের জন্য
অপেক্ষা করে থাকে।
অশ্রুসিক্ত কাঠ,
বর্ষা ধোয়া পুবাল হাওয়ায়
শুধু ভেসে বেড়ায়
যে যায়—সে যায়—

কখনো আসেনি

শস্যের গন্ধে
রাখালিয়া বাঁশি কখনো আসেনি
যে আমাকে তৃপ্তি দিতে পারে।
পৃথিবীর সারা গোলকটার কপাট খোলা
হেঁটে গেলেই হয়।
তৃণভূমির মাঝখানে
ঝাঁ ঝাঁ রোদে বোঁ বোঁ করছে জীবন
ইচ্ছার খোঁজে গুবুরে পোকা পিছলে পড়ে যাচ্ছে
মধ্যরাতে গোপন পাড়ায়,
দৌলত দিয়ে আগুন পোহানো—তৃপ্তি
সে কোথায়?

সুখ সম্পর্কিত

দর্পণে মুখের মিছিল
আর আমি
রাস্তার পাইপগুলোর মধ্যে
ছিন্নমূল ঘর দেখি
হায়! আমার স্বদেশ
তিরিশ বছরেও এলো না যৌবন
এ কেমন অসুখ।
এ কেমন দাহ ও দহন।

স্বপ্ন

বাড়ীর কাছে এক টুকরো জমিন
সেখানেই অনেকরকম গাছ লাগাবো, ফুলের ফলের
বারান্দায় বসে দেখবো রাতদিন
একদিন হলুদ পাখী আসবে বাসা বাঁধবে
ডাকবে কুটুম আয়…কুটুম আয়…
আমার বাগান ফুলে ফলে টুই-টম্বুর
একদিন মানুষের বাগান
তার স্বপ্নের মত
ছড়িয়ে যাবে পৃথিবীময়…

এই নিয়ে

এই নিয়ে
অনেকবার ভেবেছি
চাতালের সামনের সাঁকোটা
পেরিয়ে যাবো।
জলের মধ্যে গভীর নলকূপ
রাক্ষুসে বোয়াল মাছ
অনবরত ঘোরাফেরা করে
এই সব কাটিয়ে
আমাকে সেই স্বপ্নের সাঁকোটা
পেরিয়ে যেতে হবেই
কেননা
এই নিয়ে আমি অনেকবার ভেবেছি।

রবীন্দ্রনাথের বাংলা

অস্তিত্বের চৌকাঠ পেরুবার সময়
পূর্বদেশ থেকে ভেসে আসে—
ও কাবুলিওয়ালা ! কাবুলিওয়ালা !
থমকে দাঁড়াতে হয়—সম্মুখে বন্ধ কপাট।

অস্থিরতার আবর্তে
ওপারের রবীন্দ্রনাথের বাংলায়
সহোদরের হাত এখন হাওয়ায় কাঁপছে

অশনি সংকেত

বুভুক্ষার মানুষ
বহু নদী, বহু গেরাম পেরিয়ে
শিয়ালদহ ইশ্টিশনে আছড়ে পড়ে।
নিজেদের বুক ভাগ করার ফলে
রক্ত ঝড়েছিল মানুষের গায়।
পূবের ভাই, বলেছিল—কাফের
পশ্চিমের ভাই, উত্তরে বলেছিল
শালা!
এই চীৎকার, এই স্বাধীনতা
চরম অবহেলার সঙ্গে গ্রহণ করেছিলাম
এক মুঠো ভাতের জন্য।
মা—ফ্যান দাও
একটু ফ্যান দাও
মা—মাগো!

মেলা

সিঁদুরের কৌটা
মেলায়
সওদা করেছিলুম
এইসব কেনাকাটার অন্তরালে
মানুষ
কি চায়—কি পায়
বট গাছের নীচে দাঁড়িয়ে
আমি মায়ের মুখ দেখেছিলাম।

বুনো রোদ

কলকলিয়ে সবুজ বনের শরীর ছুঁয়ে ছুটে যায় সুন্দরী নারী
কখনো ফুল ছোঁয়। গাছের পাতা ছিঁড়ে চলতে
থাকে নিজের খেয়ালে। আসলে শিখে
নিতে হয়, গ্রহণ করার সুষম বিন্যাস।
কেননা আকাঙ্ক্ষার বুনোরোদ ছড়িয়ে
গেলে নির্ধারিত পৃথিবীর ঘরে
পড়ে থাকে শূন্য মেলা। নারীকে……
ভালবাসা শুধু কয়েকটি উচ্চারণ নয়।

স্নানের ঘরে

কুয়োর জলে মুখ রাখলে
সারাদেহে চাতক পাখি
হন্যে হয়ে ঘুরে বেড়ায়
বাইরে দরজা বন্ধ করলে
আদুল গা আশ্চর্য প্রতিমা

তখন
নির্মল প্রশান্ত প্রান্তরে
ঘুঘু ডেকে ওঠে
কাকটা চীৎকার করে আকাশ ফাটায়

তখন
তার নগ্ন দেহে
কুয়োর পারে অসংখ্য কীট
কিলবিল করে হেঁটে বেড়ায়।

তোমার প্রতি

[নজরুল ইসলাম শ্রদ্ধাস্পদেষু]

তোমার মস্তিষ্কে
অসংলগ্ন জাল বুনে
নিরালাপুরের দিকে
ক্রমে
ক্রমাগত সরে সরে গেছ।
তোমার চলার পথে
এলোমেলো হাওয়া
রাক্ষুসী ছুটাছুটি করে
চরুলিয়ার মাঠে
বিষণ্ণ ঝিঙে ফুল
এখনো তোমার অপেক্ষায়।

ঘরে ফেরার জন্য

বাসনার দীপ চোখের আড়ালেই থেকে গেছে
হে ঈশ্বর !
আমাকে আমার স্বদেশে পেঁছে দাও
উজ্জ্বল প্রার্থনাগুলো যেন আজও
অমাবস্যার রাতে
উজানো কইমাছের মত চলাফেরা করে।
এঘর ওঘরে
আমার জমিন বরাবর নেই ।
বিশাল নদীতে শুধু হাঁক দিই—
যার যার ডাইনে, যার যার বায়।
হে ঈশ্বর !
আমাকে আমার স্বদেশে পেঁছে দাও।

জলসত্রে

গোটা কতক বাতাসা
আর
মটকিভরা জল নিয়ে
সকাল থেকে রাত
রাত থেকে সকাল
সুখের মেলায় তোমার জন্যে
শুধু তোমারই জন্যে বসে আছি।

ছুটছে আমার পাগলা ঘোড়া
ছুটছে কেবল
মাঝে মাঝে বিরতি বালাসন—জলঢাকা
গোটাকতক বাতাসা আর
মটকি ভরা জল নিয়ে

জলসত্রে তোমার জন্যে
শুধু তোমারই জন্যে বসে আছি।

জীবন সরকার

ঝটপট উড়ে যাওয়া পায়রার ঝাঁক
স্বপ্নের ভিতর ঢিল খেলে
উল্লোল রমণীর মতো বারেবারে রিনিকি ঝিনিকি
চুড়ির বোল তোলে। স্কুলের বাগিচা
পেরিয়ে গেলেই ব্যাঙের লাফ কিংবা
ঝিঁ ঝিঁ পোকার ঐক্যতানে অসামান্য
হয়ে ওঠে সন্ধ্যা। যেনবা আঁতুড় ঘরের
জীবন, ৺তারাকান্তের জীবন ; শিশুর
মত লাল ফেলে দুপুর গড়িয়ে বিকেল......
বেলায় জীবনের গল্প লেখার জন্য
আরশী নগরে ছুটিয়ে দেয় দুরন্ত ঘোড়া।

জীবনের কৈশোরকাল/বালুর চরে প্রাইমারী স্কুল
জীবনের কৈশোরকাল/ছেন্টু বদন আগমনী
জীবনের কৈশোরকাল/অন্ধকারে ফোটা রঙীন ফুল·

তখন আমি পরাজিত সম্রাট

আম্রপালী তুমি আমার শরীরে বোধি দাও,

তোমার সাজানো দেহের আলো,
জলের নীচে মৎস্য কন্যা। প্রিয় হাওয়া আধডোবা
ধান ক্ষেতের ভিতরে নাচতে নাচতে হারিয়ে যায়।
কাঠ বাদাম গাছের নীচে আর কতক্ষণ। বুঝিবা দেহে
ছায়া বিনে বোধি নেই।
আম্রপালী তুমি মিনে করা সোনার অঙ্গুরী
খুঁটি পড়লেই মনিমাণিক্য
ডুবুরী হয়ে রত্ন খুঁজি, সে রত্ন কার?
দূরে-অদূরে কোথাও কোড়া ডাহুকের টুব-টুব
আমার উথাল-পাথাল যৌবনের ডাক।
আম্রপালী আমি তোমাকে দেখি
টিঙটিঙে তোমার দেহ—
সাদা ব্লাউজের তলায়—
পাখির ডানার মতো চিকন পাতলা নরম
যৌবনের ইশারা।
তখোন আমি মরুভূমির বালির ঝড়ে পরাজিত সম্রাট।

যাবার কথা ছিল

শেষ বেলা এখনো তুমি
এই ছাদে এইভাবে দাঁড়িয়ে আছ
প্রেম প্রেম খেলা কিসের সুবাস ছড়ায়
কিসের জন্যই বা তুমি
এই সন্ধ্যাবেলা   এই শীতের মধ্যে
মাতিশ আকাশ খুঁজছো
ঘরের টিয়া
পরপুরুষ দেখলেই চেঁচায়
আসলে
আমরা পানকৌড়ির মত
বিশাল নদীতে একটা অজানা বস্তু খুঁজছি
তুমি যেমন একটা কিছু একটা শব্দের জন্য
অপেক্ষা করে আছ   আর আমি
ফাঁকা পেয়ে স্টপে
নামতে ভুলে গেছি।

কলকাতা ! আমার কলকাতা

তোমার বুকে সোনার কাঠি রুপোর কাঠি
ছড়িয়ে আছে। তার স্পর্শে আমরা পাগল
কেউ কেউ দূরে সরে গেলে দেখি
সহসাই ফিরে আসে।

তোমার রাস্তায় গাছ নেই আকাশ নেই।
তোমার রাস্তায় পাখী ডাকে না। ট্রাম বাসের ভিড়।
তবুও আমরা
সকাল থেকে রাত
রাত থেকে সকাল
হন্যে হয়ে ঘুরে বেড়াই।

হায়, আমার মায়াবী কলকাতা। মোহিনী কলকাতা।
হায় আমার—!

পরানডা করে আনচান

খলেশ্বরী ছাইড়া চইল্যা আইলাম কইলকাত্তায়
কিয়ের লাইগ্যা।
তুমি কও মিয়া ভাই
ও চাচা! ও দাদা!
কিয়ের লাইগ্যা চইল্যা আইলাম কইলকাত্তায়।
মরিচঝাঁপির গোলক ধাঁধায়
যায়গা নাই,
যায়গা নাই
আসাম বিহার উড়িষ্যায়।
জানোনি মিয়া ভাই
বাঙালির কোথাও স্থান নাই।
দাদারে……
মায়ের কোল ছাইড়্যা পরানড্যা করে আনচান
ও চাচী! আমার কাকী
মাইর খামু আর কতকাল।
কইয়া দ্যান আমায়……
মাগো!
কি করুম কইয়া দ্যান আমায়।

কাছাকাছি

আমি হাত বাড়ালেই
গোলাপ বাগানে বৃষ্টি নামে
বিদ্যুৎ চমকায়।
আমি ভয় পাই না
পিছিয়ে আসি না
ঝড়ের মধ্যে প্রবেশ করি…

অনেকটা দূর যেতে যেতে
বাজ পড়ে বিদ্যুৎ চমকায়
আমি আরো জোরে তোমার
কাছাকাছি চলে আসি।

কলকাতা

কলকাতায় চলতে গেলে
শরীরে শরীরে লাগে
বিশ্রী কটু গন্ধ।
অথচ দিনরাত্রি ট্রাম-বাসের সঙ্গে
পাল্লা দিয়ে কবুতর খোপেই
প্রবেশ করে।

জব চার্ণক
তোমার কলকাতা
সিন্ধুনদীর তীরেই বুঝি ডুব দিয়েছে।
শিয়ালদহ স্টেশনে
তৈরী হচ্ছে নিত্য নতুন মানুষ।

এক-ট্রেন মানুষ
ভুবনডাঙার মাঠে সাতসকালেই
পালিয়ে যায়,
হায় কলকাতা!
তোমার বুক দিনরাত্রি খোঁড়া হচ্ছে।
কি খুঁজছে?   ভালবাসা?

ঠিকানা

কার কাছে যাবো ?   জানি না ঠিকানা
ভাঙা নৌকায় জল সেচতে সেচতে বেলা গেল
তবু নদীর পারের খেলা শেষ হল না
বাদামতলীর পরাণ মাঝি
বলতে পারো
আমি কার কাছে যাবো !
কোথায় পাবো সেই ঠিকানা।

ঠিকানা নিশ্চিত কোথাও আছে   জানি।
বাদামতলীর পরাণ মাঝি,
আমি সেই ঠিকানার সন্ধানে   স্থির যাবো।

সুখ টুখ শব্দাবলি

খণ্ডিত যৌবন
বন্ধ দরজার এ-পাশে
চিকন কথার ডালি নিয়ে
মিছিমিছি দুয়ারে ধর্ণা দেয়

জনপদবধূ খবর রাখে না
কলকাতা শহরে বসত কখন।
সুখ টুখ শব্দাবলি বৃষ্টির ফোঁটায় ফোঁটায়
গড়িয়ে গড়িয়ে সৃষ্টি করে মেঘ।
বুড়ি গঙ্গার মাঝি
গঙ্গা নদীর পার ঘাটায় থমকে দাঁড়ায়।
চারপাশে শবাধার
একজনের চোখে ঘৃণা! আর একজনের চোখে ক্রোধ
বন্ধ দরজার ও-পাশে
সুখ টুখ শব্দাবলি পাশে রেখে
প্রসারিত ডানা সমুদ্রের দিকে।
যেমন ঢেউ ভেঙ্গে ভেঙ্গে ভেসে যায়
বালিহাঁস।
জনপদবধূ খবর রাখে না
কলকাতা শহরে বসত কখন
সুখ টুখ শব্দাবলি বৃষ্টির ফোঁটায় ফোঁটায়
গড়িয়ে গড়িয়ে সৃষ্টি করে মেঘ।

নেরুদার শেষ কবিতা থেকে নেওয়া

মাংসলোভী হায়নার কাছে
রক্ত আর আগুন মাখা
একতার নিশান
ওদের হাতে অপমানিত
বন্য পশুরা
বার বার বিকিয়ে যায়
যন্ত্রণাকাতর শহীদদের
রক্তার্ঘে কলুষিত যন্ত্র দানব
দালালদের আশ্রিত
ঘূর্ণির দল
এ মাটি তোমাদের নয়।
বারবধূর রাজনীতি ওদের দেহে
ক্ষুধার্ত জনতাকে চাবুক মারতে
দ্বিধা করে না।
ওদের ক্ষমতা নেই